



324944 - তার বোন তাকে কষ্ট দিয়ে এমতাবস্থায় সেরা আচরণ করবে?

প্রশ্ন

আমার চয়ে ৫ বছরের বড় আমার বোন আছে। সেরা আমার কোন প্রকার ভাল চায় না। সেরা ববাহতি। কবিতু আমার কোন বয়ি আসাকে সেরা অপছন্দ করে। তার চাকুরী আছে। আমি কোন চাকুরীর জন্য আবদেন করলে সেরা রগে যায় এবং কথা দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ে। যদি আমাদরেকে কোন কারণে খুশি দেখে বা সন্তুষ্ট দেখে সেরা কথা দিয়ে, বদদোয়া করে আমাদরেকে কষ্ট দিয়ে। কান্নাকাটি শুরু করে। আর তুচ্ছ কোন কারণে যদি তার মন খারাপ হয় সেরা আমাদরে উপর বদদোয়া করে এবং আমাদরেকে কষ্ট দিয়ে। বশিষেতঃ আমাকে। কেননা আমি তার সাথে থাকি। সমস্যা হল সেরা বুদ্ধিমিতী এবং বাসার বাইরে সেরা সবার প্রয়ি ও খুবই সামাজিকি। আমি সম্পূর্ণ বপিরীত। সেরা শুধু আমরা বোনদরেকে কষ্ট দিয়ে। উল্লেখ্য, সেরা নজিহে এ কথা বলে। যদি আমরা তার কথার প্রত্যুত্তর করি সেরা বলে: তোমরা ভাল কিছু পাওয়ার উপযুক্ত নও। আমি তোমাদরে মত নই। কটে যদি তাকে দেখে, বশি্বাস করবে না যে, সেরা এসব করে। কারণ বাসার বাইরে সেরা ভদ্র ও মার্জতি এবং তার খুবই ভাল চাকুরী আছে। আমি তার সাথে ভাল ব্যবহার করার অনকে চেষ্টা করছি; কবিতু সেরা মনে করে এটি তার অধিকার; আমার কোন অধিকার নই। আমার প্রশ্ন হল: আমি তাকে প্রত্যুত্তর না দিয়ে কভিবে নজিকে সংবরণ করে রাখতে পারব? বশিষেতঃ সেরা অন্যদরে সামনে কথা বলে এবং নরিবে আমাকে কষ্ট দিয়ে। আমাদরে যে সব আত্মীয়-স্বজন আমাদরে সাথে থাকে না তারা তার কথায় বশি্বাস করে। তার থেকে কষ্ট পয়ে আমি কভিবে ধরৈয় ধরতে পারব? ছোট বোনের উপর বড় বোনের অধিকারগুলো কি কি? কেননা সেরা প্রায় সময় বলে যে, সেরা বয়সে বড়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যদি এটাই ঘটতে থাকে তাহলে নঃসন্দহে এটি সীমালঙ্ঘন। এ ধরণে সীমালঙ্ঘনকারী দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা আছে।

সম্মানতি বোন! আপনার ক্ষত্রে এবং আপনার মত যার অবস্থা তার ক্ষত্রে যেটো ভাল তা হল: আপনার বোনের দয়ো কষ্ট সহ্য করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। ধরৈয় রাখা। দুর্ব্যবহারের বদলে অনুরূপ দুর্ব্যবহার না করা; যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেরা না করে পারেন।



আনাস বনি মালিকি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: এক বৃদ্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে আসল। কিন্তু লোকেরা তাকে জায়গা দিতে গড়মসকিরল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে যে ছোট তাকে স্নহে করে না এবং আমাদের মধ্যে যে বড় তাকে সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” [সুনানে তিরমিযি (১৯১৯), আলবানী কছি সমাৰ্থক হাদিসের ভিত্তিতে ‘আস্‌সলিসলি আস্‌সাহিহি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহি বলছেন]

আপনি আপনাদের মাঝে যে রক্তের সম্পর্ক আছে সেটাকে রক্ষা করলেন। তার সাথে সম্পর্ক রাখলেন, ভাল ব্যবহার করলেন। কেননা শরিয়তে এটাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। কেননা পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হল কোন ব্যক্তির দুর্ব্যবহারের বদলে তার সাথে সদব্যবহার করা। আব্দুল্লাহ্‌বনি আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “বনিমিয়দাতা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং ঐ ব্যক্তি হল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে সম্পর্ক রক্ষা করে।” [সহিহি বুখারী (৫৯৯১)]

ইবনুর জাওয়রি (রহঃ) বলেন:

“জনে রাখুন, বনিমিয়দাতা হচ্ছে কোন কছির বপিরীতে অনুরূপ কছি করা। আর আল্লাহ্‌র জন্য সম্পর্ক রক্ষাকারী: তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে আল্লাহ্‌র নকৈট্য হাছলিরে উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্‌র নরিদশে পালনার্থে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। পক্ষান্তরে, অন্যতে সম্পর্ক রাখলে সম্পর্ক রাখা এমন হলে সেটি ঋণ পরিশোধের মত। এ কারণে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন: “উত্তম সদকা হচ্ছে শত্রুতাপোষণকারী আত্মীয়কে দেয়া।” কেননা প্রয়িভাজন আত্মীয়কে দেয়ার মধ্যে নফসের অংশ মশি থাকাতে পারে। কিন্তু শত্রুতাপোষণকারীকে দিলে এমন কছি তাতে থাকে না।” [কাশফুল মুশকলি (৪/১২০-১২১)]

তাই আপনি তার সাথে সদব্যবহার করাটা তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি এবং এটি তার সীমালঙ্ঘনের উপর আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত মাধ্যম।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, “এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কছি আত্মীয় আছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে সহিগু আচরণ করি; তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি যেনটা উল্লেখ করছে যদি তুমি তমেন হও তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই ছুড়ে দিচ্ছ। তুমি যতক্ষণ এর উপর অটল থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।” [সহিহ মুসলিম (২৫৫৮)]



ইমাম নববী বলেন:

“হাদিসে الملل শব্দরে অর্থ: গরম ছাই। এর মর্মার্থ হল: আপনি যেনে তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছেন। গরম ছাই ভক্ষণকারীর যেনে কষ্ট হয় সেনে কষ্টের সাথে যেনে কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করে সটোকেনে তুলনা দয়োর হযেছে। এই সদব্যবহারকারীর কষ্ট হয় না। বরং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার কারণে এবং তাকেনে কষ্ট দয়োর কারণে তাদের সাংঘাতিক গুনাহ হয়।”[‘শারহু মুসলমি’ (সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যা) গ্রন্থ (১৬/১১৫) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম কুরতুবী বলেন:

“তুমি যতক্ষণ এর উপর অটল থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে তুমোর সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।” অর্থাৎ আল্লাহ তাদের দুর্ব্যবহারেরে বিপরীতে তুমোকেনে ধর্যে দিয়ে, উত্তম চরিত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। দুনিয়া ও আখরিতে তাদের উপর তুমোর মর্যাদাকে সম্মানিত করবেন যতক্ষণ তুমি যা উল্লেখ করছেন তাদের সাথে তুমোর সেনে আচরণের উপর বহাল থাক।”[আল-মুফহমি থেকে (৬/৫২৯)]

তাই আপনার কর্তব্য দয়োর ও সদব্যবহার অব্যাহত রাখা। আপনার বনেনে আচরণে ধর্যে ধারণ করা। এ ধর্যেরে ফলে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ইনশা আল্লাহ আপনারদেরে মাঝে শত্রুতা চলে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “ভাল কাজ আর মন্দ কাজ সমান নয়। ভাল কাজ দিয়ে (মন্দ কাজেরে) জবাব দবি। দেখবে, যার সাথে তুমোর শত্রুতা ছিল সেনে যেনে এক অন্তর্গত বন্ধু হযে গযেছে।”[সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ৩৪-৩৫]

দুই:

আপনার বনেনে দুর্ব্যবহারেরে বদলে সুব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ও নিজেকে তার অনর্ঘ্ট থেকে বাঁচয়িরে রাখা— যদি সদব্যবহারেরে এই উচ্চ স্তর ধারণ করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর না হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখতে গযিরে আপনি কষ্ট পান ও কষ্টগ্রস্ত হন তাহলে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে কোন গুনাহ হবে না; ইনশা আল্লাহ; যতটুকু সম্পর্ক ছিন্ন করলে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন এবং তার অনর্ঘ্ট থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

ইবনে আব্দুল বারর বলেন: “আলমেগণ এই মর্ম হইজমা করছেন যেনে, কোন মুসলমিরে জন্ম তার মুসলমি ভাইয়ের সাথে তিনিদিনেরে বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা নাজায়যে। তবে যদি তার সাথে কথা বললে ও সম্পর্ক রাখলে ব্যক্তিরে দ্বীনদারি নিশ্চিন্তেরে ভয় করে কথিবা তার দুনিয়া ও আখরিতে কোন কষ্ট হয; যদি এমনটি হয় তাহলে তার জন্ম তার থেকে দূরে থাকা ও তাকেনে বর্জন করার অবকাশ রযেছে। অনেকে সুন্দর সম্পর্কচ্ছেদে কষ্টদায়ক মলোমশোর চয়িরে উত্তম। কবি বলেন:



“যদি সম্প্রীতি রক্ষা অবজ্ঞাকে অনবির্ঘ্য করে তবে উত্তম সম্পর্কচ্ছেদে উভয় পক্ষেই কল্যাণকর।” [আত্মমহীদ (৬/১২৭)]

আরও জানতে দেখুন: [143596](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।